- সেমিনার -

আয়োজনেঃ হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ (HRPB)

বিষয়ঃ " বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং আইনগত প্রেক্ষিত"

তারিখ ঃ ০৯.১২.২০০৬ ইং, শনিবার, সকাল ১১ টায়,

স্থানঃ কনফারেন্স লাউঞ্জ, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

মুল প্রবন্ধঃ ব্যারিস্টার মঈন ফিরোজী

আগামীকাল জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার দিবস। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র বা Universal Declaration of Human Rights অনুমোদন করেছিল। এবারের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় - "Fighting Poverty- A Matter of Obligation, Not Charity" অথবা দারিদ্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম- অনুকম্পা নয়, অধিকারের বিষয়"।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনাপত্রের প্রারম্ভে বলা হয়েছে "মানব পরিবারের সকল সদস্যের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ এবং সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতিই বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তি।"

'Human dignity' তথা 'মানব মর্যাদা' রক্ষার অভিপ্রায়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যুগে যুগে মানব সভ্যতার ভিত্তিভূমিকে সমুন্নত করেছে। মানবজাতির ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে সচেতন মানব সমাজ একদিকে যেমন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থেকেছে, অন্যদিকে, ইতিহাসের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে মানবাধিকার লংঘন এবং মানব মর্যাদা ভূলুন্ঠিত করবার উগ্র প্রয়াস।

মানবাধিকার কারো দাক্ষিন্য নয়, জন্মগ্রহণ অবধি মানবাধিকার অবিচ্ছেদ্য (inallianable) এবং সহজাত (inherent) অধিকার প্রতিটি মানুষের- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠি, নির্বিশেষে। এতদসত্তেও প্রতিটি সভ্যতার ক্ষণে ক্ষণে মানুষকে মানুষেরই বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হয়েছে অধিকার আদায়ে। স্বাধীন সার্বভৌম জাতিসত্তা হিসেবে আজ বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করছে। কিন্তু যে শোষন সমগ্র জাতিকে স্বৈরাচারী পাকিস্তান জান্তার বিরুদ্ধে একত্রিত করেছিল, সময়ের আবর্তে যেন একই নিষ্পেষন ভিন্নরূপে এজাতির উপর ভর করেছে। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পরও আমরা লড়ছি আমাদের নূন্যতম মানবাধিকার রক্ষাকল্পে। ব্যতিক্রম শুধু একটিই, শোষক এবার পাকিস্তানী কিংবা ভিনদেশী নয় - আমাদেরই অন্তর্ভূক্ত; আর এ সংগ্রাম যেন শেষ হবার নয়।

মানবাধিকার বাস্তবায়নের অঙ্গিকার পূরণ কোন বিশেষ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি সমন্বিত এবং সামগ্রিক প্রয়াসের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আইনগত কাঠামো ও এর ভিত্তি মজবুত করে এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী রাষ্ট্র কাঠামো এবং সাংবিধানিক অনুশাসন- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দূর্বল আইন এবং আইন প্রয়োগে স্বেচ্ছাচারিতা তদূপরি রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোগত দূর্বলতা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অন্তরায়।

আমাদের দেশে মানবাধিকার লংঘনের অজস্র উদাহরণ আজ আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে উলেখ না করলেই নয় সেই সব বিষয়ে আজকের আলোচনায় মূলত আলোকপাত করছিঃ

১৯৯৬-২০০৭ এ দশ বছরকে জাতিসংঘ দারিদ্রতা নিরসনের দশক হিসেবে পালন করছে। ২০০৬ সালের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় দারিদ্রতা বিষয়ক হওয়ায় এর গুরুত্ব বর্তমান প্রেক্ষাপটে অপরিসীম। দারিদ্রতা দূরীকরনের নিমিত্তে ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস এবং গ্রামীন ব্যাংকের ঐকান্তিক প্রয়াসের স্বীকৃতি স্বরূপ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান এবারের মানবাধিকার দিবসের তাৎপর্য এক ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। দারিদ্রতা নিরসনে সংকল্পবদ্ধ ড়ঃ মোহাম্মদ ইউনুসের নোবেল প্রাপ্তিতে আমরা গৌরবান্বিত। ড়ঃ মোহাম্মদ ইউনুসকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

দারিদ্রতা মানবাধিকার লংঘনের যেমনি একটি অন্যতম কারন, তেমনি মানবাধিকার লংঘন দারিদ্রতারই ফলশ্রুতি। বর্তমান সময়ে বিশ্ব পরিমন্ডলে দারিদ্রতা মানবাধিকার সমুন্নত রাখার বিপক্ষে একটি অন্যতম বাধা হওয়া সত্ত্বেও, মানবাধিকার অঙ্গন থেকে আজও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি, যদিও শুধুমাত্র দারিদ্রতা দুরীকরনের মাধ্যমে বহুলাংশে মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধ এবং নির্মুল সম্ভব।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের আদর্শ সমূহই আমাদের সংবিধানের মূলনীতি। সংবিধানের মূলনীতি সমূহ বাস্তবায়নে সংবিধানের অঙ্গীকার হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

সংবিধানের মূলনীতি এবং লক্ষ্য পূরনের অঙ্গীকার রক্ষাকল্পে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে কতিপয় সুনিদিষ্ট পদক্ষেপ সংবিধান নির্ধারন করেছে। যার মধ্যে কতিপয় অনুচ্ছেদ এবারের মানবাধিকার দিবসের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উলেখযোগ্যঃ- অনুচ্ছেদ ১১- গনতন্ত্র ও মানবাধিকার; অনুচ্ছেদ ১৪- কৃষক শ্রমিকের মুক্তি; অনুচ্ছেদ ১৫- মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা; অনুচ্ছেদ ১৬- গ্রামীন উন্নয়ন ও কৃষি বিপব; অনুচ্ছেদ ১৭- অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক শিক্ষা, ইত্যাদি। অনুচ্ছেদ ১১ অনুসারে মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সহ মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী মেহনতী মানুষের শোষন থেকে মুক্তি এবং অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়সহ সকল মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে গ্রামীন অবকাঠামোর উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা ও অনুচ্ছেদ ১৭ অনুযায়ী গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা বাধ্যতামুলক শিক্ষাদান এবং নিরক্ষরতা দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

সংবিধানের সুনির্দিষ্ট বিধান যাই থাকুকনা কেন বাস্তব চিত্র সম্পূর্ন ভিন্ন । দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠি দারিদ্রের কষাঘাতে চরমভাবে নিষ্পেষিত। স্বাধীনতাউত্তর কালে এ যাবত সাধারন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ কোন সরকার গ্রহন করেনি। উপরন্তু সাম্প্রতিককালে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি যেন দারিদ্রপিড়িত মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বনটুকুও কেড়ে নিচ্ছে। দারিদ্রতার কবলে পরে শান্তি প্রিয় মানুষ হয়ে পড়ছে অপরাধ প্রবন। সমাজে বাড়ছে অস্থিরতা। দেশকে দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা নূন্যতম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অত্যন্ত জরুরী এবং এ বিষয়ে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এ সময়ের বড় দাবী।

দারিদ্রতা নিরসন এ বছরের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতিপয় বিরাজমান সংকটময় মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে আলোকপাত করা অতীব প্রয়োজন।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয়। আমাদের দেশে সন্ত্রাসের বিস্তার মরণব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পরছে। সন্ত্রাস যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিস্তারলাভ করে এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে যায় তখন এর ভয়াবহতা সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, হয়রানীমুলক মামলা, রাজনৈতিক নীপিড়ন এবং নির্যাতনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া- সংবিধান, আইনের শাসন তথা মানবাধিকারের জন্যে একটি মারাত্মক হুমকি। Criminal Jurisprudence অনুযায়ী অপরাধ প্রমান না হওয়া পর্যন্ত সকল আসামী নিরপরাধ হিসেবে গন্য হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫(৩) অনুযায়ী প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইবুনালের মাধ্যমে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার।

এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৯ সালের ঘোষিত "Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions" এ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- 'Governments shall prohibit by law all extra-legal, arbitrary and summary executions and shall ensure that any such executions are recognized as offences under their criminal laws, and are punishable by appropriate penalties which take into account the seriousness of such offences.'

সন্ত্রাস দমনে সন্ত্রাসের ব্যবহার তথা আইন বহির্ভূত পদ্ধতি প্রয়োগ প্রকারান্তরে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ব্যবহৃত হয় রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। সাময়িকভাবে সন্ত্রাস কমলেও আইন বহির্ভূতভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহারের অনৈতিক প্রভাব হবে সুদূপ্রসারী যা আইনের শাসনকে চুড়ান্তভাবে ব্যাহত করছে, ক্ষুন্ন করছে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমুহকে এ অনৈতিক, আইন বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে অনতিবিলম্বে কঠোরভাবে নিবৃত্ত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের সংশোধন, পরিবর্ধন করে প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস নির্মুলের পদ্ধতি প্রয়োগ করা একান্ত বাঞ্চনীয় ।

সন্ত্রাস সামাজিকভাবে বিস্তারে রাজনৈতিক সহিংসতা তথা হানাহানির রাজনীতি একটি অন্যতম কারন। মানবাধিকার লংঘনের জন্য শুধুমাত্র রাষ্ট্র কিংবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দায়ী নয়। রাজনৈতিক দল সমূহ নিজেদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুন্ন করতে অনেক সময় বিশেষ ভুমিকা রাখে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলসমুহের একে অন্যের প্রতি অবিশ্বাস আজ জিঘাংসায় রূপ নিয়েছে। প্রতিহিংসা পরায়নতা যেন রাজনৈতিক চর্চার অংশে পরিনত হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের সময়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দল একে অন্যের বিরুদ্ধে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। কোন বিষয়ে কেউ কাউকে ছাড় দেয়া যেন অকল্পনীয়। দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠি যেন বিভক্ত। আগামী নির্বাচনে কালো টাকার প্রভাব আর পেশীশক্তির দৌরাত্মের আশংকায় পুরো দেশ আজ শংকিত। সহমর্মিতা, সহনশীলতা, শিষ্টাচার- এ শব্দগুলো যেন আজ অভিধানের পাতায় আটকে গেছে। রাজনীতিতে

সহিংসতার সংস্কৃতি শুধুমাত্র আজকের প্রেক্ষাপটে মানুষের অধিকার হরণ করছেনা এর মাশুল আমাদের কত প্রজন্মকাল দিতে হবে তা সত্যিই অচিন্তনীয়, যদিনা আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের বোধোদয় হয় অচিরেই।

আমাদের দেশে বর্তমানে অনেক সমস্যার মাঝে মানবাধিকার রক্ষা এবং মানবাধিকার লংঘণ প্রতিরোধের গুরুত্ব ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে। অন্যায় অবিচার যেন গা সওয়া হয়ে গেছে সাধারন মানুষের। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে সময়োচিত পদক্ষেপ নেবার লক্ষ্যে আইন তৈরি এবং এর প্রয়োগে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন নিতান্তই আবশ্যক। বর্তমানকালের মানবাধিকার সংকট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের দেশের আইন এবং আইনের কাঠামো যুগোপযোগী নয়। সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়েছে সমস্যার রূপ এবং মানবাধিকার লংঘনের প্রকারভেদ।

সংবিধানের মৌলিক অধিকার সমূহ মানবাধিকার নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে যথেষ্ট নয়। মানবাধিকারের ব্যাপ্তি অনেক ব্যাপক। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে কতিপয় সীমিত অধিকারের নিশ্চতয়তা দেয়া হয়েছে। এ সীমিত অধিকার সমূহ সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত করাবার কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই। মৌলিক অধিকার সমূহ যেন অনুচ্ছেদ ১০২ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

এখন প্রয়োজন মানবাধিকার বিষয়ক আইন প্রণয়ন এবং সকল আইনের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ মানবাধিকার আইনের আলোকে করবার সুনির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা। প্রতিটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য মানবাধিকার বিষয়ক Code of Conduct রচনা করা এবং তাদেরকে মানবাধিকার বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষন দিয়ে সচেতন করবার মাধ্যমে সংশিষ্ট Code of Conduct মেনে চলতে বাধ্য করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মানবাধিকার বিরোধী যে কোন পদক্ষেপ দমনে যথাযথ অভ্যন্তরীন কার্যকর monitoring এবং মানবাধিকার লংঘনকারী কর্মকর্তাদের বিরূদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা সহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

অনতিবিলম্বে স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন এবং এ সংস্থাকে মানবাধিকার রক্ষা এবং মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করে কার্যকর ভূমিকা রাখতে দিতে হবে।

পরিশেষে, একটি বিষয় বিশেষভাবে আলোকপাত না করলেই নয়। বস্তুতঃ মানবাধিকার কেবলমাত্র একটি বাধ্যবাধকতার বিষয় নয়। মানবাধিকার রক্ষাকল্পে আইনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু মানবাধিকার প্রকৃত রূপে অনেকাংশে কার্যকরভাবে রক্ষা করা সম্ভব, এ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিটি মানুষের ভেতর একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতার মনোভাব জাগ্রত করার মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক চর্চায় পারস্পরিক সম্মানবোধ প্রতিষ্ঠা হতে পারে একটি সূচনা পদক্ষেপ, যা পর্যায়ক্রমে জাতীয় জীবনে প্রতিটি মানুষের মানবিক গুণাবলী বিকশিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ সময়ের প্রয়োজনে সকল স্তরে- জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে সচেতন মানবতাবাদী মানুষের নিবিড় ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিক প্রয়াস হবে- ব্যক্তির বিকাশ সাধনে মানবাধিকার, যা গড়ে তুলবে সম্ভাবনার আলো ঝলমল সুন্দর পৃথিবী।

==========০==========